এ জীবনে কত আলো কত অন্ধকার!
যদি জানতেম
চিত্রযুগ নিবেদিত/মিতালী পরিবেশিত

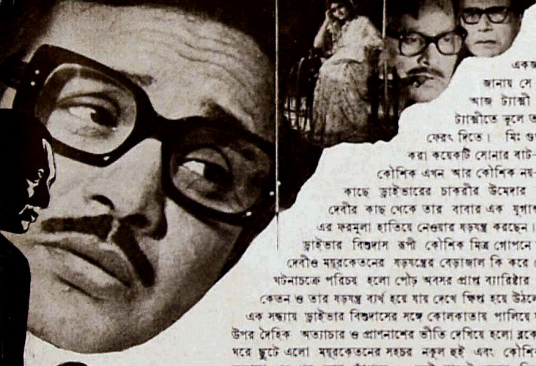

কাহিনী

শহরতলীর এক কারখানায় ইণ্টারভিয়্যু দিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরছিল কৌশিক মিত্র—কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বি,এস,সি, বি,ই,। পথে সহপাঠী ধনীর দুলাল কিশোর ডালমিয়ার সঙ্গে দেখা। কৌশিকের আর্থিক সঙ্কটের কথা শুনে জানায় সে ইচ্ছে করলে ট্যাক্সীর ড্রাইভারী করতে পারে অন্ততঃ যদ্দিন না তার একটা চাকুরী জুটে যায়। ইঞ্জিনিয়ার কৌশিক মিত্র আজ ট্যাক্সী ড্রাইভার। তার ট্যাক্সীতে একদিন সওয়ার হলেন কোলকাতা গোয়েন্দা পুলিশের এক জাঁদরেল অফিসার মিঃ গুপ্ত। ট্যাক্সীতে ভুলে তার এ্যাটাচী কেসটা ফেলেই নেমে পরে মিঃ গুপ্ত। কৌশিক পরে ওটা দেখতে পেয়ে, গোয়েন্দা দপ্তরে যায় এ্যাটাচি কেসটা ফেরৎ দিতে। মিঃ গুপ্ত, কৌশিকের এই সততা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যান। কারণ অত্যাবশ্যক গোপনীয় কাগজপত্র ছাড়া এ্যাটাচি কেসে ছিল উদ্ধার করা কয়েকটি সোনার বাট—। কৌশিকের পরিচয় পেয়ে তিনি গোয়েন্দা পুলিশের একটা বিশেষ কাজে তাকে লাগান।

কৌশিক এখন আর কৌশিক নয়—। সে এখন বিশু দাস।—গোঁফ কামিয়ে নাম ভাঁড়িয়ে এখন সে এসেছে রামচন্দ্রপুরে শিল্পপতি ময়ূরকেতন আগরওয়ালের কাছে ড্রাইভারের চাকরীর উমেদার হয়ে। গোয়েন্দা পুলিশের কাছে খবর আছে যে এই ভদ্রলোক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্বর্গীয় শিবদাস চ্যাটার্জির মেয়ে সুজাতা দেবীর কাছ থেকে তার বাবার এক যুগান্তকারী আবিষ্কার হলো ব্রক [ফাঁপা ইঁট যার তৈরীর খরচ সাধারণ ইটের চেয়ে অনেক কম এবং মজবুত ও অনেক বেশী] এর ফরমুলা হাতিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করছেন। এবং আপাততঃ সুজাতা দেবীকে আশ্রয় দেওয়ার নামে আটকে রেখেছেন।

ড্রাইভার বিশুদাস রূপী কৌশিক মিত্র গোপনে অনেক কিছু জানলো, দেখলো এবং গোয়েন্দা পুলিশের অনুমান যে সম্পূর্ণ সত্য এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হ'ল। আর সুজাতা দেবীও ময়ূরকেতনের ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল কি করে কেটে বেরিয়ে আসবেন তার জন্য তৎপর হলেন।

ঘটনাচক্রে পরিচয় হলো প্রৌঢ় অবসর প্রাপ্ত ব্যারিষ্টার পি, কে, বায়ের সংগে। আগরওয়ালের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সুজাতা দেবী বায় সাহেবের শরণাপন্ন হলেন। এদিকে ময়ূর কেতন ও তার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায় দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

এক সন্ধ্যায় ড্রাইভার বিশুদাসের সঙ্গে কোলকাতায় পালিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে ষ্টেশনে থেকে কৌশলে অপহরণ করে নিয়ে এলেন সুজাতা দেবীকে তার বাগান বাড়ীতে—। সেখানে তার উপর দৈহিক অত্যাচার ও প্রাণনাশের ভীতি দেখিয়ে হলো ব্রকের ফরমুলার কাগজপত্র ছিনিয়ে নিতে চাইলেন। হঠাৎ দুটো গুলির শব্দে নির্জন বাগান বাড়ী কেঁপে উঠলো। একযোগে ঘরে ছুটে এলো ময়ূরকেতনের সহচর নকুল দুই এবং কৌশিক। দেখতে পেলো ময়ূরকেতনের প্রাণহীন দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে এবং ভয়ে আতঙ্কে খাটের বাজু ধরে সুজাতা থর থর করে কাঁপছে। একটু বাদেই দলবল নিয়ে হাজির হলেন থানার দারোগাবাবু। মৃতদেহ পরীক্ষা ও অত্যাবশ্যক তদন্ত করে কৌশিককে গ্রেপ্তার করলো। সুজাতা ছুটলো ব্যারিষ্টার বায়সাহেবের কাছে, কৌশিককে খুনের দায় থেকে বাঁচানোর জন্য। বায়সাহেব বহুদিন প্র্যাকটিশ ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু সুজাতার সনির্বন্ধ অনুরোধে কেসটা হাতে নিলেন।

আদালতে মামলা উঠলো। আসামী ব্যারিষ্টার বায়সাহেব ডিফেন্স কাউন্সিল। আদালত গৃহ দর্শকে পরিপূর্ণ। এই চাঞ্চল্যকর খুনের কিনারা ওরা দেখতে চায়। বায়সাহেব রাজসাক্ষীদের জেরা করে শেষ পর্য্যন্ত কি ভাবে খুনের কিনারা করলেন তা আপনিও আসুন না রূপালী পর্দাতেই দেখতে পাবেন।

গান

(১)

কথা ও সুর :—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কণ্ঠ সঙ্গীতে :—রুমা গুহঠাকুরতা।

দুখের মাঝে তোমায় দেখেছি,
সুখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভ'রে।
হারিয়ে তোমায় গোপন রেখেছি,
পেয়ে আবার হারাই মিলন ঘোরে।

চির জীবন তোমার বীণা তারে
তোমার আঘাত লাগল বারে বারে ;
তাই তো আমার নানা সুরের তালে
প্রাণে তোমার পরশ নিলেম ধ'রে।

আজ তো আমি ভয় করি নে, আর
লীলা যদি ফুরায় হেথাকার।
নূতন আলোয় নূতন অন্ধকারে
লও যদি বা নূতন সিন্ধু পারে
তবু তুমি সেইতো আমার তুমি—
আবার তোমায় চিনব নূতন ক'রে।

স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র নানের পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

চিত্রযুগের নিবেদন

যদি জানতেম

মিতালী ফিল্মস পরিবেশিত

কাহিনী : নারায়ণ সান্যাল ॥ চিত্রনাট্য : প্রশান্ত দেব ॥ পরিচালনা : যান্ত্রিক ॥ সংগীত : হিমাংশু বিশ্বাস ॥ সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী ॥ অতিরিক্ত কাহিনী : উমানাথ ভট্টাচার্য্য ॥ আলোকচিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত ॥ আলোকচিত্র : জ্যোতি লাহা ॥ শিল্প-নির্দেশনা : সুনীল সরকার ॥ রূপসজ্জা : নিতাই সরকার, অনাথ মুখার্জী ॥ কর্মসচিব : অনাদি ব্যানার্জী ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত, সোমেন চ্যাটার্জী ॥ সাজসজ্জা : কানাই দাস ॥ সঙ্গীত গ্রহণ ও পুণঃশব্দযোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জী ॥ গীতিকার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ কণ্ঠ সংগীত : রুমা গুহঠাকুরতা ॥ স্থিরচিত্র : এড্না লরেঞ্জ ॥ প্রচারসচিব : বিমল মুখার্জী ॥ আলোকসম্পাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুভাষ ঘোষ, সুনীল শর্মা, তারাপদ মান্না, কালী কাঁহার, রামদাস, হংস ।

: অভিনয়ে :

সৌমিত্র চ্যাটার্জী, সুপ্রিয়া দেবী, বসন্ত চৌধুরী, শৈলেন মুখার্জী, উত্তমকুমার, কমল মিত্র, হারাধন ব্যানার্জী, মণ্টু ব্যানার্জী, অসিতবরণ, তরুণকুমার, বীরেন চ্যাটার্জী, অর্ধেন্দু মুখার্জী, শক্তি চ্যাটার্জী, তারক চ্যাটার্জী, তারক দত্ত, রবীন ঘোষাল, প্রভাত মুখার্জী, দিলীপ ঘোষ, প্রভাত ঘোষ, রমেন লাহিড়ী, পরিতোষ চৌধুরী, বারীণ মুখার্জী, স্বপনকুমার, শিশির মিত্র, অর্ধেন্দু আচার্য, শম্ভু বসু, নারায়ণ দাশগুপ্ত, নীলোৎপল দে, দেবী ভট্টাচার্য, গুপী দে, পুলক, রজত, বিমল, প্রদীপ, রুমা গুহঠাকুরতা, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, আরতি ঘোষ, ছন্দা বিশ্বাস, তন্দ্রা পাল ও আরও অনেকে ।

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : হিমাংশু দাশগুপ্ত, উমানাথ ভট্টাচার্য্য ॥ আলোকচিত্রে : শান্তি গুহ, মোহন ॥ সম্পাদনায় : প্রতুল রায়চৌধুরী ॥ শিল্প-নির্দেশনায় : গুপী সেন ॥ রূপসজ্জায় : সরোজ মুন্সী, ঝণ্টু চ্যাটার্জী ॥ ব্যবস্থাপনায় : প্রদীপ চ্যাটার্জী, হাবুল রায় ॥ শব্দগ্রহণে : বাবাজী শ্যামল ॥ সংগীত গ্রহণ ও পুনঃশব্দযোজনায় : বলরাম বারুই, প্রভাত বর্মন ।

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও এবং ষ্টুডিও কোঅপারেটিভ সোসাইটিতে গৃহীত। ষ্টুডিও তত্ত্বাবধানে : আনন্দ চক্রবর্তী। ধীরেন দাশগুপ্তের তত্ত্বধানে ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

বিশ্ব-পরিবেশনায় : মিতালী ফিল্মস প্রাইভেট লিঃ

৪৭, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩ ফোন : ২৪-৩০৬১

ন্যাশনল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।